সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৭তম বর্ষ ■ ৮ম সংখ্যা ■ অগ্রহায়ণ ১৪২১ ■ ৪ পৃষ্ঠা

পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে পুনর্বাসন প্যাকেজ বিতরণ

–উপজেলা কৃষি অফিসার, নালিতাবাড়ী, শেরপুর

২৫ অক্টোবর নালিতাবাড়ী উপজেলা পরিষদ এর মুক্তমঞ্চে রবি/২০১৪-১৫ মৌসুমের কৃষি পুনর্বাসন প্যাকেজ কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হয়। সাম্প্রতিক পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে পুনর্বাসন প্যাকেজ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি। নালিতাবাড়ী উপজেলায় ৮৬০ জন কৃষকের মাঝে পুনর্বাসন প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। পুনর্বাসন প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে গম, ভুট্টা, সরিষা ও বোরো ধান চাষের জন্য বীজ এবং সার। প্যাকেজের আওতায় ৮৬০ জন কৃষকের মধ্যে ১২৫ জন গম, ১০০ জন ভুট্টা, ৩২৫ জন সরিষা ও ৩১০ জন বোরো ধান আবাদের জন্য পুনর্বাসন পেয়েছেন। পাহাড়ি ঢলে অত্র উপজেলার কলসপাড়, যোগানিয়া, মরিচপুরান ও বাঘবেড়ে ৪টি ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত রোপা আমন চাষিদের মাঝে পুনর্বাসন প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে কলসপাড় ইউনিয়ন এর ২৮০ জন কৃষক, যোগানিয়া ইউনিয়ন এর ২৮০ জন কৃষক, মরিচপুরান ইউনিয়ন এর ২০০ জন কৃষক ও বাঘবেড় ইউনিয়নের এর ১০০ জন কৃষক এ

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে পুনর্বাসন প্যাকেজ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন *মাননীয়* কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

ক্লাইমেট ফিল্ড স্কুল মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মো. দেলোয়ার হোসেন, টিপি, কৃতসা, রাজশাহী

ডিজাস্টার অ্যান্ড ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিক্যালচার প্রজেক্টের সহযোগিতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গোদাগাড়ী রাজশাহীর আওতায় উপজেলার দেলসাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ২২ অক্টোবর ক্লাইমেট ফিল্ড স্কুল মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খালিদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী-১ (তানোর-গোদাগাড়ী) আসনের মাননীয় সাংসদ ও শিল্প মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয়

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

কৃষিক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

–নয়ন মনি সূত্রধর,আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা, কৃতসা, কুমিল্লা

০৭ নভেম্বর ২০১৪ কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লার আইসিটি ল্যাবে কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি এর ব্যবহার ও প্রয়োগ শীর্ষক তিন দিনব্যাপী কৃষক ও উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ সৈয়দ খোরশেদ জাফরী, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কৃষিবিদ নয়ন মনি সূত্রধর, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা এবং মো. জিয়াউর রহমান, মনিটরিং অ্যান্ড

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

Pest Risk Analysis on Citrus শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৬ নভেম্বর ২০১৪ সেন্টার ফর রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঢাকা সহযোগিতায় ফাইটোসেনেটারি ক্যাপাসিটি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই কর্তৃক আয়োজিত খামারবাড়ির আ কা মু গিয়াস উদ্‌দীন মিল্‌কী অডিটরিয়ামে Pest Risk Analysis (PRA) on Citrus শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মো. আব্বাস আলী, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে ওই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ড. এস. এম নাজমুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মো. মোশারফ হোসেন, যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা) মো. মনজুরুল আনোয়ার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ এ জেড এম মমতাজুল করিম। প্রধান অতিথি ড. এস. এম নাজমুল ইসলাম বলেন

(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

রাজশাহী জেলায় মহাপরিচালক মহোদয়ের মাঠ পরিদর্শন

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি,আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, রাজশাহী

১৮ অক্টোবর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্বাস আলী রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রিসিকুল ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতের রোপা আমন ধানের মাঠ সরোজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ধানের বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপস্থিতি সম্পর্কে উপস্থিত কৃষকের সাথে কথা বলেন এবং পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করেন। পরিদর্শনের সময় মহাপরিচালক মহোদয় ধানের বাদামী গাছ ফড়িংয়ের এর প্রাদুর্ভাব হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কৃষকদের কাছে খোঁজ খবর নেন। তিনি আমন ধানের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়ার জন্য কৃষকের নিরলস ভাবে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান এবং সম্পূরক সেচের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে আরো নিবিড় ভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

Pest Risk Analysis (PRA) on Citrus শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন কৃষি সচিব ড. এস.এম নাজমুল ইসলাম

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রিসিকুল ইউনিয়নে রোপা আমন ধানের মাঠ সরেজমিন পরিদর্শন করেন ডি এই'র মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো: আব্বাস আলী

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

পাবনার মিরকামারী কৃষক উন্নয়ন ক্লাবে এআইসিসি ক্লাবের পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–এ.কে.এম.রেজাউল ইসলাম,
সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ, কৃতসা,পাবনা

গত ১৯ নভেম্বর কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাবনা ও কুষ্টিয়ার উদ্যোগে পাবনা জেলার এআইসিসি ক্লাবগুলোর এক দিনের প্রশিক্ষণ ও পরিচিতি ঈশ্বরদী উপজেলার মিরকামারী কৃষক উন্নয়ন সমবায় সমিতি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস অঞ্চলিক অফিস পাবনার কর্মকর্তা মো. লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ অফিসার কৃষিবিদ মো. হাবিবুল্লা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পাবনার প্রতিটি এআইসিসি ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক, সদস্যসহ সবার পরিচিতি পর্ব শেষে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য সার্ভিস পাবনার সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ ও কুষ্টিয়া দপ্তরের এআইসিওরা উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের সহায়তা প্রদান করেন।

মূলত এআইসিসির ফলশ্রুতিতেই বাংলার কৃষক কুল বিশ্ব জগৎ কে হাতের
মুঠোয় আবদ্ধ করে তথ্যের অবাধ সরবরাহ, অধিকার, সম্পর্ক, সচেতনতা, ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সবুজ গ্রামগুলোকে কৃষি বিপ্লব, গতিশীল, গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন, জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়ন দ্রুতভাবে বিশ্ব পরিমণ্ডলে দারিদ্র্যমুক্ত করে বাংলাদেশকে সুদৃঢ়, উজ্জ্বল করে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ফলপ্রসূ হবে।

বরিশালের ৪টি আইপিএম/আইসিএমক্লাবে এআইসিসির কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আইসিটি মালামাল বিতরণ

-মো. শাহাদত হোসেন, আরএআইও, বরিশাল

যান্ত্রিক কৃষি কৃষকের শ্রম, সময় ও উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষিকে লাভজনক পেশা হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ সাথে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি যদি সময়মতো কৃষকের নিকট পৌছানো যেত তবে কৃষি উৎপাদন যেমন বাড়ত তেমনি রোগবালাইর ক্ষেত্রে কৃষক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারত। এ সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব যদি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) থেকে কৃষকের চাহিদামাফিক তথ্য প্রদান করা যায়। তাই আইসিএম/আইপিএম জ্ঞান সমৃদ্ধ এআইসিসির সদস্যদের আইসিটিতেও দক্ষ হতে হবে। এর পাশাপাশি উপসহকারী কৃষি অফিসারবৃন্দ এআইসিসিকে তথ্য প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এ বিষয়গুলোকে যদি সমন্বয় করা যায় তবে এআইসিসিই হবে তৃণমূলপর্যায়ে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারের কেন্দ্রবিন্দু। গত ২৯ অক্টোবর বরিশাল জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নির্বাচিত আইসিএম/
আইপিএম ক্লাবে আইসিটি মালামাল বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশালের উপপরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম। বগুড়া রোডস্থ খামারবাড়ির হলরুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, বরিশালের আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফজলুর রহমান। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিকেআই প্রকল্পের গোপালগঞ্জ জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ অফিসার মো. আরিফুর রহমান। কৃষি তথ্য সার্ভিসের টেকনিক্যাল পার্টিসিপেন্ট এস এম নাহিদ বিন রফিকের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার এ কে এম মনিররুল আলম, অতিরিক্ত উপ পরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত, বাবুগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার রতন কুমার মণ্ডল, কৃষক প্রতিনিধি মো. ইউনুছ মোল্লা ও সেলিনা বেগম। অনুষ্ঠান শেষে ৪টি আইপিএম/আইসিএম ক্লাবে এআইসিসির কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, প্রিন্টার, স্পাইরাল বাইন্ডিং, স্কানার, জেনারেটর, লেমিনেটিং মেশিন, ইন্টারনেট মডেমসহ বিভিন্ন ধরনের আইসিটি সরঞ্জামাদি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সংশিষ্ট এআইসিসির সদস্যসহ ডিএই, বরিশালের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বটিয়াঘাটায় ১৫০ জন চাষির মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

– এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রবি মৌসুমে গম ভুট্টা ও বারি খেসারি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ১৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির মাঝে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। খুলনা ১ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য বাবু পঞ্চানন বিশ্বাস গত ২৭ অক্টোবর ডিএই প্রশিক্ষণ হলে প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব। সরকারের সঠিক পদক্ষেপের ফলে খাদ্য ঘাটতি কাটিয়ে উঠে আজ খাদ্য রপ্তানির দেশে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষির নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য তিনি কৃষিবিদদের প্রতি আহবান জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ড.মো. মিজানুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যদেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ শেখ হেমায়েত হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ কাজী আনিসুজ্জামান , জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে প্রধান অতিথি ১০০ জন ভুট্টা চাষিকে মাথাপিছু ১ বিঘা জমি চাষের জন্য ৪ কেজি হাইব্রিড ভুট্টাবীজ ,২০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এম ও পি সার ,৩০ জন খেসারি চাষির মাঝে ৮ কেজি বারি খেসারি বীজ ,১০ কেজি ডিএপি, ৪ কেজি এম ও পি এবং ২০ জন গম চাষির মাঝে ২০ কেজি বীজ,২০ কেজি ডিএপি ,১০ কেজি এম ও পি সার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ , উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও চাষি উপস্থিত ছিলেন।

পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজিত কৃষি প্রযুক্তি শীর্ষক প্রশিক্ষণ

–নয়ন মনি সূত্রধর,আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা, কৃতসা, কুমিল্লা

গত ২৮ অক্টোবর ২০১৪ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বি-বাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার বুধন্তি ইউনিয়ন পরিষদের সম্মেলন কক্ষে পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজিত কৃষি প্রযুক্তি শীর্ষক তিন দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ সৈয়দ খোরশেদ জাফরী, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কৃষিবিদ বছির উদ্দিন , উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বি-বাড়িয়া ও মো. নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, ১নং বুধন্তি ইউনিয়ন পরিষদ। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। অতিবন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছরই ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এই পরিবর্তিত জলবায়ুতে সঠিকভাবে ফসল উৎপাদন করতে হলে কৃষক ভাইদেরকে ফসলের নতুন জাত, সঠিক সময়ে চারা রোপণ, নতুন কৃষি প্রযুক্তি অর্থাৎ কৃষির সমস্ত আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে জানতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়া, প্রকল্প পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা।

জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষে লাভবান কৃষক

– মো. আব্দুর রহমান, বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জিংক সমৃদ্ধ নতুন ধানের জাত ব্রিধান-৬২ চাষে মাত্র ৯৬ দিনে ফসল ঘরে তুলেছে হালুয়াঘাট উপজেলার ধারা ইউনিয়নের বারইগাঁওয়ের কৃষকরা। জমির উর্বরতা ঠিক রেখে বছর প্রতি তিনবার ফসল চাষ করে নিজেদের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তন করছে তারা।

গবেষকদের দাবি, জিংক সমৃদ্ধ ধান মানুষের বিশেষ করে শিশুদের রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি মেধা ও শারীরিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাই পর্যায়ক্রমে দেশের মাটি ও আবহাওয়ায় সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল অন্যান্য ধানেও জিংক সংযুক্তির মাধ্যমে সকল ধানকেই জিংক সমৃদ্ধ করা যাবে। এতে চাষিরা যেমন উপকৃত হবে তেমন মেধাবী জাতি গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ব্রিধান-৬২-এর বিজ্ঞানভিত্তিক চাষে কৃষকদের সহযোগিতা করতে প্রদর্শনী প্লট বরাদ্দ করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কৃষি গবেষকরা। বারইগাঁও গ্রামের কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা চলতি মৌসুমে স্বল্প মেয়াদি এবং জিংক সমৃদ্ধ আমন ব্রিধান-৬২ চাষ শুরু করে। খবর নিয়ে জানা গেছে, ৯৬ দিনের মধ্যে ফসল ঘরে উঠাতে পেরেছে তারা। যা কিনা প্রচলিত ধানের জাত থেকে ২৫-৩০ দিন কম সময় লেগেছে। কৃষকরা আরও বলেন, ব্রিধান-৬২ চাষের জন্য অতিরিক্ত কোন সেচ লাগে না। ধানের বিভিন্ন ধরনের পোকা যেমন পামরি পোকা, লেদা পোকা ইত্যাদির তেমন আক্রমণ নেই বললেই চলে।

ব্রিধান-৬২ চাষ সম্পর্কে বাকৃবির কৃষি গবেষকরা জানান, অন্য জাতের ধান উৎপাদনে ১৬০ দিন লাগলেও জিংক সমৃদ্ধ ব্রিধান-৬২ ও ব্রিধান-৬৪ জাতের ধান উৎপাদনে সময় লাগে ১২০ দিন বা তারও কম। এছাড়াও এর উৎপাদন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৬ টন। বর্তমানে জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষের মেয়াদকাল সম্পর্কে জেনে ও ফলন দেখে অনেকেই এ ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন।

বগুড়ার এআইসিসি সদস্যদের জৈবকৃষি পদ্ধতি গ্রহণ

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার শিবপুর কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্যরা জৈব বালাই দমন এবং ভেষজ কীটনাশক ব্যবহার শুরু করেছে। শুধু তাই নয় এলাকার জনসাধারণ যাতে এই পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় সে কারণে তারা রাস্তার পাশের জমিতে ফলাফল প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ক্লাব সদস্যরা জমিতে ট্রাইকোডার্মা এবং ভেষজ কীটনাশক ব্যবহার করে টমেটো ক্ষেতের পোকা দমন করছে।

আমাদের দেশে কৃষক ভাইয়েরা বর্তমানে ফসলে যে কোন রোগ বা পোকার আক্রমণ হলে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করে থাকেন এতে এক দিকে যেমন আমাদের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে অন্য দিকে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছি। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের আগে আমাদের দেশের কৃষক ভাইয়েরা অনেক ভেষজ বালাইনাশক ব্যবহার করে ফসলের বালাই দমন করতেন। বর্তমানের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে আবারও আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা ফসলের বালাই দমনে ভেষজ বালাইনাশক ব্যবহারের কথা বলছেন।

ক্লাবের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলামের সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ অন্য জমির থেকে অনেক কম এবং উৎপাদন খরচও কম হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এলাকায় জৈবকৃষির প্রচারণা চলছে।

পরিবেশবান্ধব জৈবকৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ সহজ যেখানে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈবপদার্থের পুনঃচক্রায়ন যেমন কম্পোস্ট ও শস্যের অবশিষ্টাংশ, ফসল আবর্তন ও সঠিক জমি চাষাবাদের মাধ্যমে মাটি ও ফসলের উত্তম অবস্থা বজায় রেখে সুস্থ সবল উৎপাদন করা হয়। এই ক্লাবের মতো সারা বাংলাদেশের কৃষকভাইদের নিজের স্বাস্থ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ থাকার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিজ্ঞপ্তি।

নীলফামারীতে ব্রি'র মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–সেখ জিয়াউর রহমান, টিপি, কৃতসা, রংপুর

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে আবহাওয়ারও পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সাথে খাপখাইয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বিভিন্ন ধরনের গবেষণা মাধ্যমে ধান উৎপাদনে ঈর্ষণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে। ফলে দেশ আজ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং বিদেশে চাল রপ্তানি করছে। নীলফামারী সদর উপজেলার পঞ্চপুকুরে Integrated Agricultural Productivity Project (IAPP) শীর্ষক প্রকল্পের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) অংগের জাত নির্বাচন মাঠ দিবসে উপস্থিত বক্তাগণ এসব কথা বলেন।

কৃষকের অংশগ্রহণে আকস্মিক বন্যা ও লক্ষ্মীর গু রোগ সহনশীল ধানের জাত নির্বাচন মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় ব্রি রংপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আইএপিপি উত্তর অংগের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক মো. আবু সায়েম, উপজেলা কৃষি অফিসার মো. কেরামত আলী, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার মো. সোহাগ মাহফুজ প্রমুখ।

আলোচনা শুরুতে গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন গবেষক ব্রি রংপুরের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিষ্ণু পদ রায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, উত্তরাঞ্চলে গত বছর ব্রিধান৪৯ এ প্রচুর লক্ষ্মীর গু (False Smut) হয়েছে। আর এ লক্ষ্মীর গু মোকাবেলার জন্য আইএপিপি ব্রি অংগের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ থেকে নীলফামারীর পঞ্চপুকুর এলাকায় পরীক্ষামূলক মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্মীর গু সহনশীল ১২টি লাইন দিয়ে আমন মৌসুমে ধান চাষ করা হয় যাতে বন্যা সহনশীল জীন ঢুকানো হয়েছে। এ লাইনগুলো এ অঞ্চলে সফল হয়েছে। তাই আইএপিপি ব্রি অংগের মাধ্যমে পরবর্তী বছরে এ লাইনগুলো থেকে লক্ষ্মীর গু এবং বন্যা সহনশীল জাত হিসেবে ছাড়পত্র পাবে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে পৌঁছাবে বলে প্রধান অতিথি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ফলে উত্তরাঞ্চলে লক্ষ্মীর গু রোগ এবং আকস্মিক বন্যা মোকাবেলা করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে উপস্থিত সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মাঠ দিবসে পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় দু'শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান উদ্বোধন

-এস এম নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৪'র উদ্বোধন এবং ২০১৩'র পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা গত ২৮ অক্টোবর বরিশাল নগরীর খামারবাড়ির ডিএই সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (বর্তমানে পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ) মজিবুল হক মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিচালক (অব.) জি.এস.এম. আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএই বরিশালের উপ পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফজলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরিশালের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার এ কে এম মনিরুল আলম, মুখ্য প্রশিক্ষক হৃদয়েশ্বর দত্ত, রাজবাড়ি সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রকিব উদ্দিন, বরিশাল সদরের সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. ছিদ্দিকুর রহমান, ছালাম, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. রফিকুল আলম মিলন প্রমুখ। প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, ইঁদুরের সমস্যা দীর্ঘদিনের। পূর্বে যেমন ছিল, এখনও আছে। তাই এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং অংশীদারিত্ব। তিনি আরও বলেন, ইঁদুর নিধন করা যাবে না, ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান। অনুষ্ঠানে ইঁদুর নিধনে সফলতার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ৭ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কৃষকসহ শতাধিক উপস্থিত ছিলেন।

বাঘা উপজেলায় চলছে আলোর ফাঁদ ব্যবহার

–মো. এরশাদ আলী, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

বাঘা উপজেলার পানানগর ইউনিয়নে ক্ষতিকারক পোকা দমনের জন্য আলোর ফাঁদ ব্যবহার সম্প্রসারণ হচ্ছে। বাঘা উপজেলার উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার জনাব প্রফুল্ল কুমার সরকার। বাঘা বলেন, উপজেলায় রোপা আমন ক্ষেতে চলছে পরিবেশবান্ধব আলোর ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতিকারক পোকা দমন ব্যবস্থা। আলোর ফাঁদ ব্যবহার ব্যবস্থাটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই পদ্ধতিটি ব্যবহারের মাধ্যমে উপকারী এবং অপকারী পোকার উপস্থিতি দেখে ব্যাপকভাবে পোকা দমন করা হয়। এ প্রক্রিয়া চলতি রোপা আউশের জমিতে অব্যাহত ছিল। এ কার্যক্রম রোপা আমন ধানে অব্যহত থাকায় ধানের অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা বাদামি গাছ ফড়িংসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা দমনে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঐ ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. আব্দুল জব্বার বলেন, আলোর ফাঁদ ব্যবহারে পরিবেশ ভালো থাকে, উৎপাদন খরচ কম হয়, কীটনাশক কম লাগে এবং বাদামি গাছ ফড়িং এর উপস্থিতি সহজে বোঝা যায়। তাছাড়াও সহজে এ পোকা ধ্বংস করা যায়। পদ্ধতিটি এলাকার কৃষকগণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে এবং ভালো উপকার পাচ্ছে। এতে করে এলাকার কৃষকরা উপকারী ও অপকারী পোকা সহজে চিনতে পারছে।

কৃষক মো. আ. গাফ্ফার বলেন, আগে কৃষকেরা যে কোন পোকা দেখলেই কীটনাশক দিতে হবে এই ধারণা যে ভুল তা সহজেই বুঝতে পেরেছে। আলোর ফাঁদের মাধ্যমে বাদামি গাছফড়িং ও অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা সহজে দমন করা যায়। সেখানে আলোর ফাঁদ ব্যবহারের গণ্যমান্য ব্যক্তি, আদর্শ চাষি মিলে প্রায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল অঞ্চলের কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে ডিএইর দু'জন পরিচালকের মতবিনিময় সভা

গত ৭ নভেম্বর বরিশালের বগুড়া রোডস্থ খামারবাড়ির হলরুমে রবি মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা ও প্রণোদনা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই'র পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং) মো. তোফাজ্জল হোসেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক হীরেন্দ্র নাথ হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন শস্য সংরক্ষণ উইংয়ের পরিচালক মজিবুল হক মিয়া। সভার শুরুতে উপস্থিত কৃষি কর্মকর্তারা রবি মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা এবং প্রণোদনা কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন, যা শুনে প্রধান অতিথি বলেন, আমন ধানের কর্তনসহ পরবর্তী কার্যক্রমে কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে যাতে ফলন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। রবি মৌসুমে কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্ড়বায়নের জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শণী ক্ষেতগুলো আকর্ষণীয় হতে হবে। কৃষকের চাহিদামাফিক তথ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষক যাতে কোন ধরনের হয়রানির স্বীকার না হয় সে বিষয়টি দেখার দায়িত্ব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময় ও স্বচ্ছতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে অতন্দ্র জরিপ কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে উপস্থিত কৃষি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রোগ পোকার আক্রমন থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য ফসল বপন/ রোপনের পর থেকেই পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালাতে হবে। মতবিনিময় সভায় ডিএই, বরিশাল অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বাঞ্চলীয় প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–আবু কাউসার মো. সারোয়ার,আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন(২য় পর্যায়) প্রকল্প এর এক আঞ্চলিক কর্মশালা গত ২৫ অক্টোবর/২০১৪ উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ উইং), কৃষিবিদ মো. তোফাজ্জল হোসেন। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৫৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জেলার উপপরিচালকগণ প্রকল্পের আওতায় বিগত সময়ে সম্পাদিত কার্যাবলী কর্মশালায় উপস্থাপন করেন এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় কীনোট পেপার উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সরওয়ারী মেহেদী মোবারক। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সকল কার্যক্রমের নথি, ছবিসহ অন্যান্য দলিলাদি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাঙ্গামাটিতে তিন দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–তপন কুমার পাল, আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

গত ১৫ নভেম্বর হতে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী 'টেকসই ফসল উৎপাদনে পরিবর্তিত জলবায়ু অভিযোজিত কৃষি প্রযুক্তি' বিষয়ক এক কৃষক প্রশিক্ষণ কৃষি তথ্য সার্ভিসের আইএআইএস প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষ, রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের আইএআইএস প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটির উপপরিচালক কৃষিবিদ আলতাবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটির জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটির আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসান।

প্রধান অতিথি বলেন, টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য পরিবর্তিত জলবায়ু অভিযোজিত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নেই । এজন্য তিনি প্রশিক্ষণে উপস্থিত কৃষক-কৃষাণীদের পরিবর্তিত জলবায়ু অভিযোজিত কৃষি প্রযুক্তি বিশেষ করে খরা ও বন্যাসহিষ্ণু এবং রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী আগাম অথবা প্রয়োজনে নাবী জাতের ধান, সবজি ও ফসল সহ অন্যান্য ফসলের উন্নত জাত সংগ্রহ ও চাষের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি টেকসই ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ফসলের আধুনিক জাত চাষের পাশাপাশি অধিকহারে বৃক্ষ রোপণ ও পাহাড়ের ভূমিক্ষয় রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উপস্থিত সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলা, কাউখালী, কাপ্তাই ও নানিয়ারচর উপজেলা হতে আগত ৫০ জন কৃষাণ-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

যশোরে আঞ্চলিক পর্যায়ে ইঁদুর নিধন অভিযান,২০১৪ এর শুভ উদ্বোধন

–কৃষিবিদ নাসরিন নাহিদ, যশোর

গত ২৩ অক্টোবর যশোর উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে ইঁদুর নিধন অভিযান, ২০১৪ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ শেখ হেমায়েত হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস, উপপরিচালক, ডিএই, যশোর। আরো বক্তব্য রাখেন ইঁদুর নিধনে জেলাপর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক শেখ মামুনুর রশিদ, নড়াইল, মো. মোকছেদ আলী ফকির, খুলনা মেট্রো ও আরো অনেকে। মূলত ইঁদুর নিধনে তারা তাদের প্রয়োগকৃত কলাকৌশল নিয়ে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে ইঁদুরের সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়সমূহ নিয়ে পাওয়ার পয়েন্টে পেপার উপস্থাপন করেন ড. মো. আকতারুজ্জামান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) মেহেরপুর ও মো. মোরশেদুল বারী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, যশোর। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ইঁদুরের ক্ষতিকর দিক ও এর প্রতিরোধে আরো সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ২০১৩ এর জেলা পর্যায়ে এ অভিযানে সাফল্য অর্জনকারীদের মধ্যে ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল আজিজ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল, যশোর।

পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে পুনর্বাসন প্যাকেজ বিতরণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্যাকেজ গ্রহণ করেন। প্যাকেজের আওতায় প্রতি জন কৃষক ২০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার পান। প্রতিজন কৃষক গম, ভুট্টা, সরিষা ও বোরো ধান বীজের মধ্যে যে কোনো একটি ফসলের বীজ পেয়েছেন। ফসল আবাদের জন্য বিঘা হিসেবে একজন কৃষক ২০ কেজি গম, ৪ কেজি ভুট্টা, ১ কেজি সরিষা অথবা ৫ কেজি বোরো বীজ পান। এ হিসেবে একজন কৃষক বিনামূল্যে ৬৯০ টাকার সার পেয়েছেন। এর সাথে ৭৪০ টাকার গম, ৩০০ টাকার ভুট্টা, ৭০ টাকার সরিষা অথবা ১৭৭.৫০ টাকার বোরো ধান বীজ বিনামূল্যে পেয়েছেন। নালিতাবাড়ী উপজেলায় ৮৬০ জন কৃষকের মাঝে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ২,০০,২৭৫/= টাকার বীজ ও ৫,৯৩,৪০০/= টাকার সার সর্বমোট ৭,৯৩,৬৭৫/= টাকার বীজ ও সার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়।

কৃষি পুনর্বাসন বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকীর হোসেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ, শেরপুর জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. আ. সালাম, নালিতাবাড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ কে এম মোকলেছুর রহমান রিপন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আসমত আরা আসমা, ভাইস চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান লিটন, পৌর মেয়র আনোয়ার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নালিতাবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব জিয়াউল হক মাস্টার, উপজেলা কৃষক প্রতিনিধি রেজাউল করিম। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, সাংবাদিকরা, সরকারি বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে কৃষি পুনর্বাসন কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বিগত বছরের ইঁদুর নিধন অভিযানে সফলদের স্বীকৃতি প্রদান

গত ২১ অক্টোবর উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের প্রশিক্ষণ হলে আঞ্চলিক পর্যায়ে চলমান বছরের ইঁদুর নিধন অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০১৩ সালে ইঁদুর নিধন অভিযানে বিভিন্ন পর্যায়ে সাফল্য লাভকারীদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র বিতরণ করেন কৃষিবিদ মো. আনোয়ারুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই , চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানে কৃষক পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকার করেন মো. হোসেন, দশপাইয়া, সোনাগাজী, ফেনী। ২য় স্থান অধিকার করেন মনু মিয়া, চাকবৈঠা, উখিয়া, কক্সবাজার এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন মেহেরিয়াপাড়া রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পর্যায়ে ১ম পুরস্কার পেয়েছেন জনাব মো. আজিজুল হক, ব্লক পাঁচগাছিয়া, ফেনী সদর, ফেনী। ২য় পুরস্কার পেয়েছেন নাছির উদ্দিন, ব্লক ওয়ালাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার। ৩য় পুরস্কার পেয়েছেন জনাব লোকমান হাকিম, ব্লক তোতকখালী, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শস্য উৎপাদনে ইঁদুরের ক্ষতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং ইঁদুর নিধনে সবাইকে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের অনুরোধ করেন। স্বীকৃতিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি তাদের কর্ম থেকে সবাইকে অনুপ্রেরণা গ্রহণের আহবান জানান।

কৃষি ক্ষেত্রে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃতসা পরিচালক সৈয়দ খোরশেদ জাফরী

Pest Risk Analysis on Citrus শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমান সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনায় কৃষির যে অভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার ফলে আজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা দেশের বাহিরে ধান, আলু, লেবুসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্য রপ্তানি করতে পারছি। এক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের রপ্তানি পণ্যগুলোর Pest Risk Analysis (PRA) তৈরি করে ফেলতে হবে। তবেই আমরা রপ্তানির উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে বিশ্ব বাজারে সহজে প্রবেশ করতে পারব। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ববিদরা, আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। -বিজ্ঞপ্তি

রাজশাহী জেলায় মহাপরিচালক মহোদয়ের মাঠ পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ সময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ এসএম নূরুজ্জামান মণ্ডল, রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আবুল কালাম আজাদ, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত উপপরিচালকসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাইমেট ফিল্ড স্কুল মাঠ দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার ড. মো. সাইফুল আলম, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আইএআইএস প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ মো. আমিরুল ইসলাম ও আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি।

স্বাগত বক্তব্যে উপজেলা কৃষি অফিসার ড. মো. সাইফুল আলম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। তাই স্বল্পমেয়াদি ফসল চাষ করার পরামর্শ দেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য কৃষকদেরকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথি বলেন, জন্মলগ্ন থেকে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সম্প্রতি জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। তিনি বোরো ধানের আবাদ কমিয়ে বেশি করে সবজির আবাদ বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকের আহ্বান জানান। কারণ বোরো ধানের আবাদের চেয়ে সবজি আবাদে লাভ বেশি ও পানি খরচ কম হয়। ভূগর্ভস্থ পানি বেশি খরচ করা হলে ভবিষ্যতে বরেন্দ্র এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। তাই কৃষি কর্মকর্তাদের এ, বিষয়ে কৃষকের সচেতনতামূলক পরামর্শ দানের আহ্বান জানান।

সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তবে বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল উৎপাদনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বেশি করে বৃক্ষরোপণের জন্য কৃষক-কৃষাণিসহ সবস্তরের জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিস ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীসহ এলাকার প্রায় এক হাজার কৃষক-কৃষাণি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইভালুয়েশন অফিসার, কৃষি তথ্যের প্রচলন প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, কৃষি নির্ভর এ দেশে কৃষির উন্নয়ন ব্যতিত দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে এই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যের সংস্থান করা কঠিন ব্যাপার। আধুনিক কৃষির নতুন প্রযুক্তি গুলোর দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তাই আমাদের কৃষি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আধুনিক কৃষির নতুন প্রযুক্তিগুলোর দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষিক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লার এ আইসিটি ল্যাব এই অঞ্চলের কৃষিজীবীদের মাঝে দ্রুত কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. আবদুল মাজেদ, আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা।

চারঘাটে ইঁদুর নিধন অভিযান, ২০১৪ উদ্বোধন

–মো.এরশাদ আলী, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

৬ নভেম্বর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চারঘাট কর্তৃক আয়োজিত ইঁদুর নিধন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি উপজেলা বিআরডিবি হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার চারঘাট মো. রাসেল সাবরিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাক্তন উপপরিচালক কৃষিবিদ ব্রজহরি দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার, চারঘাট কৃষিবিদ একেএম মঞ্জুরে মাওলা।

অনুষ্ঠানে কারিগরী দিক উল্লেখ করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার, চারঘাট কৃষিবিদ একেএম মঞ্জুরে মাওলা । তিনি বলেন, ইঁদুর খুব চালাক প্রাণী তাই হঠাৎ করে বিষটোপ দিলে খাবে না। তাই প্রথম প্রথম ভালো খাবার দিতে হবে যখন ইঁদুর কয়েক দিন খাবে তারপর একদিন বিষটোপ দিতে হবে। তখন ইঁদুর খাবে এবং মারা যাবে। অন্যান্য বক্তাগণ ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতির ধরন, মানুষের মাঝে ক্ষতিকর প্রভাব, ক্ষতির মাত্রা, নিধনের বিভিন্ন কৌশলসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইঁদুর একটি বহুবিধ ক্ষতিকর প্রাণী এটা আমরা সবাই জানি। আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে ইঁদুরের ক্ষতির শিকার। ইঁদুর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধে ছিদ্র করে ফলে সেই ছিদ্র দিয়ে পানি ঢুকে বাঁধ ভেঙে ব্যাপক ক্ষতি করে। কাজেই আমাদের সবারই উচিত সক্রিয় ও সম্মিলিতভাবে ইঁদুর নিধনের কাজে অংশগ্রহণ করা।

ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারী, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা,প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি ও কৃষকসহ প্রায় ৩৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক : কৃষিবিদ সৈয়দ খোরশেদ জাফরী, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত